হাজরা পিক্‌চার্সের
প্রথম অর্ঘ্য

# দেবী ফুল্লরা

25-6-38

কালকেতু ঃ
অহীন্দ্র চৌধুরী

দেবী ফুল্লরা ঃ
শিশুবালা

দেবী মহামায়া ঃ
সাবিত্রী

সুরমা ঃ
রাধারাণী

## অন্যান্য ভুমিকায়

বৃন্দাবন চ্যাটার্জ্জি
হারাণ ভট্টাচার্য্য
ডাঃ অম্বু দাস
দেবকুমার দাস
পরেশ মাইতি
হারাধন ধাড়া
রাম পাণ্ডে
ললিত রায়
জিতেন চক্রবর্ত্তী
সুধীর মুখার্জ্জি
নগেন কুণ্ডু
স্বদেশ
যুগল ঘোষ
অমর ব্যানার্জ্জি

ভাড়ুদত্ত ঃ
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

যুবরাজ ঃ
মোহন রায়

সর্দ্দার ঃ
দুর্গাপ্রসন্ন বসু

সর্দ্দার ঃ
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

সুষমা ঃ
চিত্রা

নর্ত্তকী ঃ
রাণী চৌধুরী

# নেপথ্যে

প্রযোজক
রামগতি হাজরা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী
মধু শীল
আলোকচিত্র-শিল্পী
বিভূতি লাহা
শব্দ-শিল্পী
যতীন দত্ত
গীতিকার
নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সুর-শিল্পী
ধীরেন বসু (স্বারোদীয়া)
নৃত্য-শিল্পী
বিভূতি মজুমদার (এঃ)
রসায়নাগারাধ্যক্ষ
কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
চিত্র-সম্পাদক
বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
আলোক-সম্পাতকারী
সুরেন চ্যাটার্জ্জি
স্থির-চিত্র-শিল্পী
সুবোধ দত্ত
ব্যবস্থাপক
অমলেন্দু রায়

## — সহকারী —

পরিচালনায় : কালীপদ রায়
আলোকচিত্রে : মণ্টু পাল
শব্দ-শিল্পে : জিতেন ব্যানার্জ্জি
ব্যবস্থাপনায় : মুরারী দত্ত

— রসায়নাগারে —

গোপাল গাঙ্গুলী
ননী চ্যাটার্জ্জি
সুশীল গাঙ্গুলী
ধীরেন দাস
জীবন ব্যানার্জ্জি

কালী ফিল্মস
ষ্টুডিওতে গৃহীত

# কাহিনী

প্রাচীন আড়ম্বরহীন বাঙ্‌লায় আমাদের যে অন্তর-সম্পদ ছিল, আজিকার বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেদিন তাহার চণ্ডীমণ্ডপে স্তিমিত মৃৎপ্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া বাঙ্গালী যে কাহিনী শুনিত, যে কথা পড়িত, আজ বিংশ শতাব্দীর চোখ-ঝল্‌সানো বিদ্যুতালোর সম্মুখে তাহা নিতান্তই ফিকা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেদিন ছিল—"দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে—।" আর আজ ?—মানব ভিখারী দানব দুয়ারে।

আমাদের যে কাহিনী আজ পর্দ্দায় রূপান্তরিত হইয়াছে—সেই

কাহিনীটি অতীত গরিমার এক প্রেম-ভক্তি, শৌর্য্য-বীর্য্য, কর্ত্তব্য ও নিষ্ঠার অবিস্মরণীয় পৌরাণিক আলেখ্য।

যখন মানুষ ছিল বনবাসী, পেশা ছিল তাহাদের পশু শিকার

করা আর সেই মাংসে জীবন ধারণ করা—সেই সময়কার কথা। তখন ছিল দেবতা-মানবে একটা যোগসূত্র। মানুষের দুঃখে দেবতার মন হইত চঞ্চল। এমনি এক সময়ে মানুষের জীবনের গতির ভীষণ পরিণতির কথা ভাবিয়া স্বর্গে মহামায়া হইয়া উঠিলেন কাতরা। এই আদিম মানবকে একটি সত্যবাদী ও নির্ভীক জাতিতে গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে নব নব জ্ঞান ও কর্ম্মের ধারা স্ফুরণের জন্য তাহাদের মধ্যে পাঠাইলেন শাপভ্রষ্ট ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর ও তদীয় পত্নী ছায়াকে। মর্ত্ত্যে তাহারা ব্যাধের বংশে জন্মগ্রহণ করিল কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে।

কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কন লিখিয়াছেন—

"দিনে দিনে বাঢ়ে কালকেতু
জিনিয়া মাতঙ্গগতি যেন নর রতিপতি
সবার লোচন সুখহেতু।

কপাট বিশাল বুক          নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দীঘল বিলোচন······”

এই কালকেতু যে অচিরেই ব্যাধ-নেতা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার নম্র-মধুর দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্যাধ জীবনের হিংসা-ক্রীড়ায় একান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। সেই শান্ত-স্বভাবা সদানন্দময়ী ফুল্লরা নম্র উপদেশে তাহার স্বামীর মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইল। অবশেষে কালকেতু ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষবাসে জীবন-ধারণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ফুল্লরা একদিন স্বপ্ন দেখিল—রাজপ্রাসাদে দেবী মহামায়া আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং তিনি কালকেতু ও ফুল্লরাকে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। পর দিবসই ফুল্লরা তাহার এই অপরূপ স্বপ্নকথা স্বামী সকাশে নিবেদন করিল, কিন্তু কালকেতু প্রথমে তাহাকে আমলই দিল না। সে এই স্বপ্নকে ফুল্লরার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা বিকৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিল এবং কয়েকদিন কর্ম্মবিরতি ও বিশ্রামের দ্বারা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করিবার উপদেশ দিল। কিন্তু

কিছুতেই ফুল্লরার সাগ্রহ নির্ব্বন্ধাতিশয্য নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া অবশেষে কালকেতু তাহাকে বুঝাইল যে, তাহারা লোকালয়ে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য—সামাজিক মানুষ তাহাদের কুকুরের মত ঘৃণ্য জীব বলিয়া মনে করে। কিন্তু ফুল্লরা অচল, অটল। মা আসিয়াছেন, সন্তান তাঁহাকে দেখিবে—ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইবে—মায়ের নিকট সকল সন্তানই সমান স্নেহের অধিকারী। তবে কেন তাহারা নীচ বলিয়া মাতৃদর্শনে বঞ্চিত হবে! সে স্বামীকে বুঝায়, অনুনয়-বিনয় করে···।

তাহারা যখন এই বাদানুবাদে রত, তখন ব্যাধের দল কোলাহল করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সকাতরে নিবেদন করিল যে, ভদ্র-সহরবাসীদের উৎপাতে তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। ফুল্লরা তাহাদের জঘন্য ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিল এবং বলিল, যতদিন না তাহাদের শস্য উৎপন্ন হইবে ততদিন তাহারা সকলে কালকেতু ও ফুল্লরার সঞ্চিত শস্য ব্যবহার করিতে পারিবে। এই অভাবনীয় দয়ার দানে ব্যাধের দল অভিভূত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহারা কালকেতু ও ফুল্লরাকে তাহাদের রাজা ও

রাণী বলিয়া অভিহিত করিল। তাহাদের এই অপার্থিব পরিবর্ত্তন ও মিলনের দিনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কালকেতু সেই বন্যব্যাধের দলকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, নিজের জীবন বিপন্ন হইলেও বৎসরের সেইদিনে কেহ জীবহিংসা করিবে না। এই অবস্থায় ফুল্লরা কালকেতুকে দেবীদর্শনে লইয়া যাইবার দাবী জানাইল। কালকেতু সে দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

দেবীর আবির্ভাবে নগর উৎসব মুখরিত। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কালকেতু ও ফুল্লরা ফুলফলের অর্ঘ্য লইয়া নির্ব্বিবাদে প্রাসাদের দ্বার পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু প্রবেশপথে সশস্ত্র দ্বাররক্ষী তাহাদের বাধা দিল। ইহাতে সেখানে সামান্য কোলাহলের সৃষ্টি হইল। এই কোলাহলের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া রাজকুমারের দৃষ্টি ফুল্লরার উপর পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সেই লম্পটের এই সুন্দরী ললনাকে করতলগত করিবার দুর্ব্বার বাসনা জাগ্রত হইল। রাজকুমার অগ্রসর হইয়া ফুল্লরাকে একাকিনী তাহাকে অনুসরণ করিবার অনুরোধ জানাইল। ফুল্লরা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিল। রাজকুমার ইহাতে অপমানিত হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা তাহাদের দিকে অস্ত্র উদ্যত করিল। কিন্তু চক্ষের নিমেষে কালকেতু জীনক

শস্ত্রীর নিকট হইতে বর্শা কাড়িয়া লইয়া রাজকুমারের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল। সেদিন কালকেতুর অব্যর্থ লক্ষ্যে রাজকুমারের মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত ; কিন্তু ফুল্লরা তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেল। দেবীদর্শণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত দুইটি হিয়া মায়ের উপর অভিমানভরে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যতদিন দেবী স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া দেখা না দেন—ততদিন তাহারা জলস্পর্শ করিবে না।

দীর্ঘ সাত দিন সাত রাত্রি প্রায়োপবেশনের পর তাহারা উভয়েই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। কালকেতু অতি কষ্টে ফিরিয়া ফুল্লরার অসাড়দেহ দেখিয়া তাহাকে মৃতা মনে করিয়া একটি তীর লইয়া ধনুকে সংযোগ করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তীরটি তাহার অঙ্গুলিতেই লাগিয়া রহিল এবং সে পরম বিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"মা, মা—একি বিস্ময় ! একি অদ্ভুত ব্যাপার !" সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পর্ণকুটির স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন এবং দেবী তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমরা বনের রাজা ও রাণী হও।"

দেখিতে দেখিতে সেই বনে প্রাসাদ, অট্টালিকা ও কুটিরশ্রেণীর উদ্ভব হইল এবং সমস্ত অরণ্যানী নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

এই সংবাদ পাইয়া রাজকুমার নানা ভেটসহ ভাঁড়ুদত্তকে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য তাহাদের লইয়া গিয়া ফুল্লরার অপমানের প্রতিশোধ লওয়া। পথিমধ্যে ফুল্লরার অপমানকারী সেই কূটচক্রী ভাঁড়ুকে দেখিয়া কতকগুলি লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে যখন উদ্যত—তখন তাহার করুণ আর্ত্তনাদে ফুল্লরা ও কালকেতুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল এবং তাহাদের করুণায় ভাঁড়ু সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল।

কিন্তু চক্রীর চক্রান্তজাল অনন্তমুখী। ছলচাতুরীর আকর্ষণে এই পরম শঠ ভাঁড়ুও ক্রমে কালকেতুর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ তাহাকে বিপথে চালিত করিতে লাগিল।—সুরা ও নারীর মোহ-মদিরায় আচ্ছন্ন করিয়া সে কালকেতুকে রাজ্যশাসন হইতে বহুদূরে টানিয়া রাখিল। কালকেতু হইল ভাঁড়ুর খেলার পুতুল। ভাঁড়ু প্রজাদের উপর অত্যাচার করে—রাজপ্রাসাদে যাহারা ছিল রাজার বিশ্বস্ত অনুচর তাহাদের তাড়াইয়া

সেখানে নিজের লোক আনাইয়া বসাইল। এমন কি ফুল্লরার কালকেতুর সহিত যাহাতে দেখা সাক্ষাৎ না হয় সেইজন্য সুরমা নাম্নী একটি সুন্দরীর সহিত তাহাকে নিয়োজিত করিয়া রাখিল।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। কালকেতুর স্বর্গরাজ্য নরকে পরিণত হইল। প্রজাপুঞ্জের অভিশাপে রাজ্যময় উঠিল এক মহা হাহাকার।

অবশেষে নিরুপায় ফুল্লরা এই অত্যাচার দমনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ভাঁড়ু ফুল্লরাকেও মিথ্যাচারে ভুলাইয়া এমন একদিন কালকেতু-ফুল্লরাকে বন্দী করিল যেদিন তাহাদের জীবনের এক স্মরণীয় দিন—যেদিন তাহাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

সেইদিন রাত্রে কামান্ধ রাজকুমার ফুল্লরাকে বন্দীশালা হইতে তাহার কক্ষে লইয়া আসিবার আদেশ দিল। কিন্তু ফুল্লরা সেই কারাগার হইতে এক পদও নড়িল না। তখন যুবরাজের আদেশে কালকেতুর চক্ষের সম্মুখে

ফুল্লরার উপর অশেষ নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কালকেতু নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পরিণতি কি হইল ?...পর্দ্দায় রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর ভিতর তাহার উত্তর পাইবেন।

— এক —

তুমি কিগো চাঁদের মত
ফুট্‌লে আমার গোপন মনে
রূপালী কোন্ স্বপন জাগে
তাই কি আমার দু'নয়নে।
ফুল যে তোমার আভাষ পেয়ে
ফুটল আমার কানন ছেয়ে
তোমার তরে তাইতো জ্বালি
প্রদীপখানি ঘরের কোণে।

[ রাধারাণী ]

— দুই —

সোণার ডোরে যেই পাখীরে
ধরা নাহি যায়
আজ্‌কে আমি মনোবেড়ী
দিনু তারি পায়।
পরাণ মম সেই চরণে
নুপূর হয়ে রয় গোপনে,
তাই যে আমি দিবসযামী
বাজি তারি ঘায়।

[ রাধারাণী ]

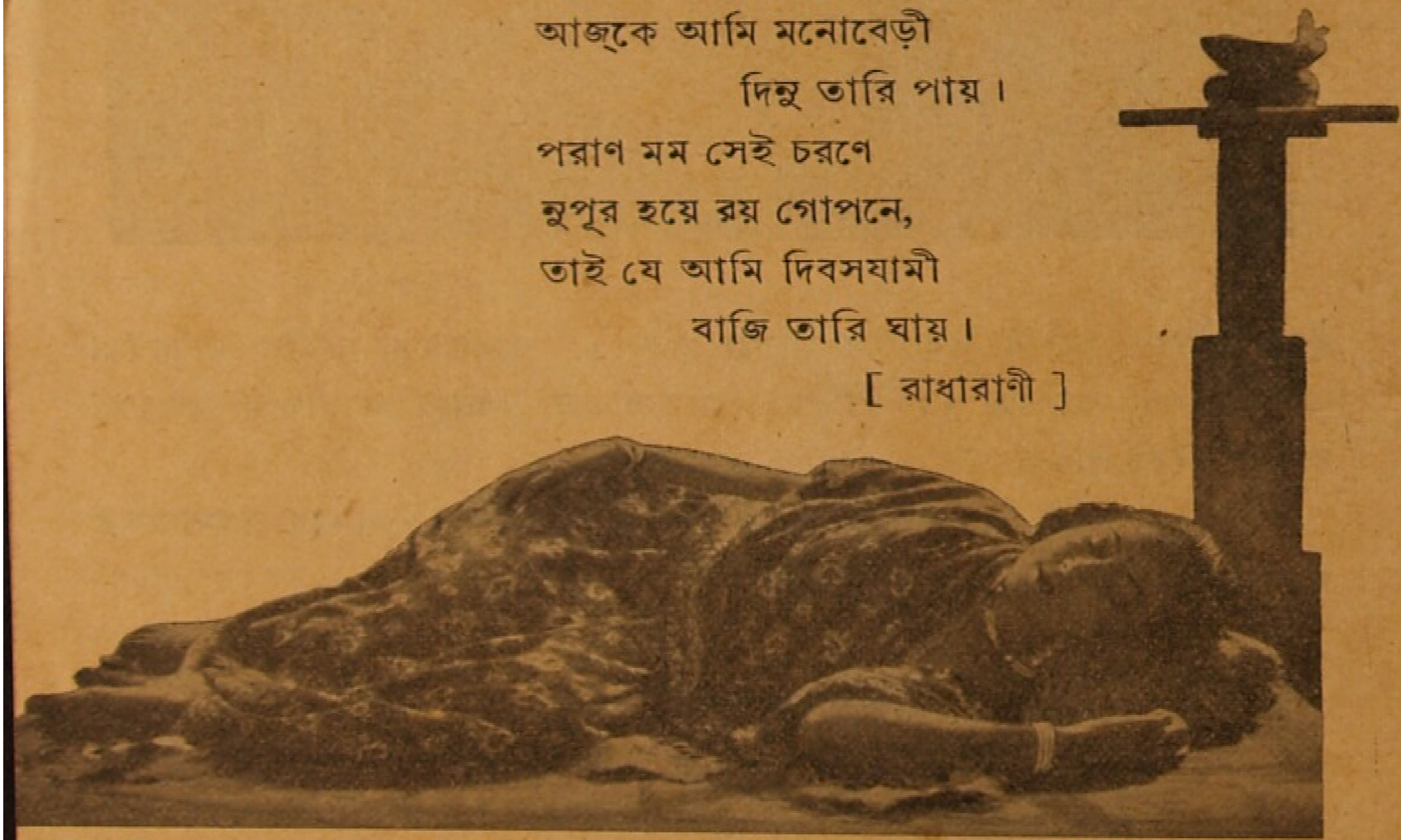

# বি, নান
## ( এড্‌ভারটাইজিং কন্‌সালট্যাণ্ট )
নং ১৬-১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—বি, বি, ৩২৩৪।

এজেণ্ট—
শ্লাইড এড্‌ভারটাইজিং
স্থানীয় এবং মফঃস্বল
সিনেমা

বিশেষজ্ঞ—
সিনেমা এড্‌ভারটাইজিং
শ্লাইড ও উচ্চশ্রেণীর
ডিজাইন প্রস্তুত প্রণালীতে

এবং

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্যে আমাদের দক্ষতা পরীক্ষিত।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

Estd. 1916

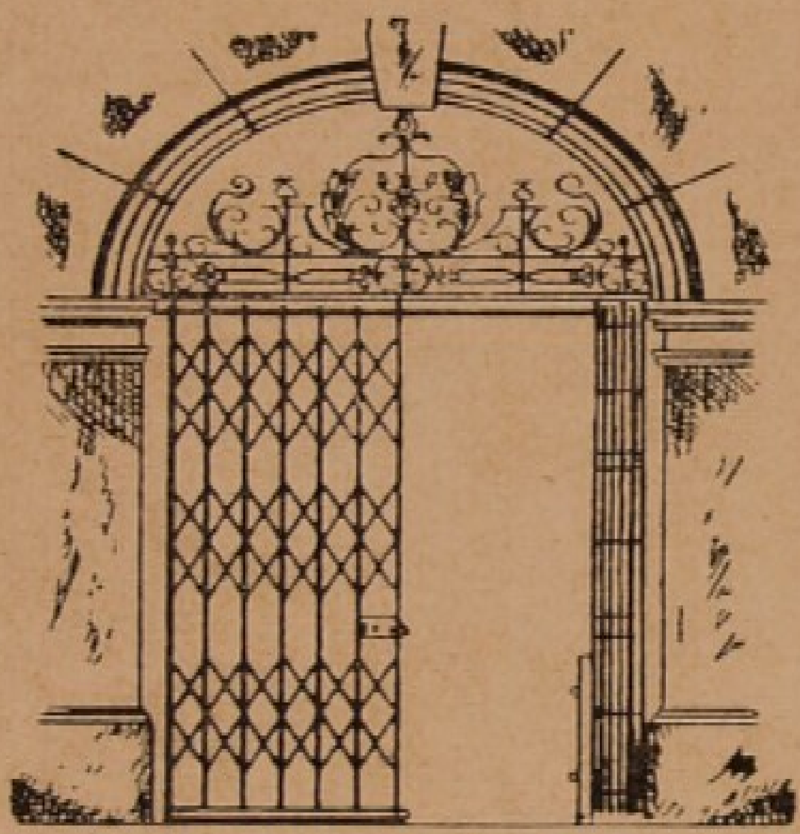

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

**আপনার বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে রাহাজানি** চুরি ও ডাকাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হইলে এবং বীমাব্যয় সংক্ষেপ করিতে আপনার ব্যবসা-ভবনের দুয়ারে কোলাপসিবল্ গেট্ লাগাইয়া নির্ভয় হউন।

আপনার বাস-গৃহের বারন্দা, জানালা ও দুয়ারে কোলাপসিবল্ ষ্টীল গেট লাগাইয়া অবারিত বায়ু-সঞ্চালনের মাঝখানে রাত্রে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতে পারিবেন।

"যাহা কাঠের দরে পাওয়া যায়।"

## নান আয়রণ ওয়ার্কস্
ম্যানেজিং এজেণ্ট—**বি, নান**
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনাদের বাগান ও বাড়ী সাজাইবার জন্য
নানা জাতীয় ফল ও ফুলের উৎকৃষ্ট বীজ ও চারার
ক্যাটালগের জন্য আবেদন করুন

# সডন্ নার্শরী
৪১ নং আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা
ফোন—বি, বি, ৩২৩৪।



বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিকল্পিত।
**বি, নান** ( এডভার্টাইজিং কনসালট্যাণ্ট ) ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।